সুরক্ষা বার্তা

শিশু সুরক্ষা প্রকল্প

সংখ্যা ৫৬ ॥ ডিসেম্বর –২০২২ খ্রিঃ

ইউনিসেফ–এর সহযোগিতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন কক্সবাজার জেলায় স্থানীয় ও ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শিশু ও কিশোর–কিশোরীদের জন্য সুরক্ষামূলক পরিবেশকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ৮টি ক্যাম্প এবং ৩টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ২৮ এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ থেকে ২৭ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত। প্রকল্পটি শিশু, কিশোর–কিশোরী ও যুবাদের সুরক্ষায় কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা, মনোসামাজিক সেবা, জীবন দক্ষতার শিক্ষা, প্রি–ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ, ফলোআপ সেবা, সোশ্যাল হাব এবং শিশু সুরক্ষার ঝুঁকি হ্রাসে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, রেফারেল সেবাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে, যা প্রকল্পের অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে।

বিশ্ব শিশু দিবস – ২০২২ উদযাপন

কোস্ট ফাউন্ডেশন শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের উদ্যোগে বিশ্ব শিশু দিবস–২০২২ উপলক্ষে র‍্যালি। ছবি: মাহবুব রহমান, কমিউনিটি মোবিলাইজার, রত্নাপালং

ইউনিসেফ–এর সহযোগিতায় কোস্ট কক্সবাজার জেলার স্থানীয় ও ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শিশু ও কিশোর–কিশোরীদের জন্য সুরক্ষামূলক পরিবেশকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ৮টি ক্যাম্প এবং ৩টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ২০শে নভেম্বর ২০২২ কোস্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত রত্নাপালং সোশ্যাল হাবে "প্রত্যেক শিশুর জন্য চাই সাম্যতা ও সমান অংশগহণের সুযোগ" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব শিশু দিবস–২০২২ র‍্যালি, চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভাসহ দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়। এসময় বিশ্ব শিশু দিবসের ইতিহাস, শিশুদের অধিকার নিশ্চিতকরন, সমাজে লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য দূরকরা, ভবিষ্যতে নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি, বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম সম্পর্কে উপস্থিত কিশোর কিশোরী, যুবক ও অভিভাবকদের মাঝে সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়। এছাড়াও কোস্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের উদ্যোগে টেকনাফ, জালিয়াপালং, ক্যাম্প ৮ই ও ক্যাম্প ১৪ সোশ্যাল হাবে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

মা–বাবার কোলে ফিরে এলো ছোট্ট তাহের

মাত্র ৩ বছরের শিশু মোহাম্মদ তাহের তার মায়ের সাথে ক্যাম্প–১৯ এ নানার বাড়িতে বেড়াতে এসে ২৪শে অক্টোবর ২০২২ খ্রিঃ তারিখে পথ হারিয়ে ক্যাম্প –১২ তে চলে আসে। ঘুরতে ঘুরতে সে দুপুর ২.৩০ টার দিকে জি –১৫ ব্লকে অবস্থিত কোস্ট ফাউন্ডেশনের মাল্টিপারপাস সেন্টারের সামনে চলে আসে। মাল্টিপারপাস সেন্টার–৩ এর সুপারভাইজার মোশেদুল আলম তাকে দেখতে পায়। তার ভাষ্যমতে, তার মা চাল নিতে আসার সময় সে সাথে চলে আসে কিন্তু মা'কে সে হারিয়ে ফেলে। শিশুটি তার মা বাবা, ক্যাম্প বা ব্লক কোন কিছুর নামই বলতে পারছিল না। ক্যাম্প–১৯ এ কোস্ট ফাউন্ডেশনের মাল্টিপারপাস সেন্টারে কেইস ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম চালু থাকায় তারা ক্যাম্প–১৯ এর সহকর্মীদের সহায়তা নেয় শিশুটির পরিবারকে খুঁজে পাওয়ার জন্য। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরও যখন শিশুটির পরিবারকে পাওয়া যায়নি তখন ক্যাম্প –১২ এর শিশু সুরক্ষা ফোকাল আমিনুল ইসলামের সহায়তায় সোশ্যাল ওয়ার্কার সেলিনা আক্তার বিকাল ৫.৩০ টার দিকে শিশুটিকে টিডিএইচ সেইফ হোমে রাখার ব্যবস্থা করেন এবং সর্বত্র মাইকিং করা হয়। এদিকে মাইকিং শুনে শিশুর বাবা–মা শিশুটিকে খুঁজতে খুঁজতে কোস্ট ফাউন্ডেশনের ভলান্টিয়ারের কাছে চলে আসে এবং সন্তানকে ফিরে পেতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে।

কোস্ট ফাউন্ডেশন কর্মীদের সহযোগীতায় খুজেঁ পাওয়া শিশুকে ক্যাম্প ১৮ শিশু সুরক্ষা ফোকালের মাধ্যমে অভিভাবকদের কাছে হস্তান্তর করা হয় । ছবি: ২৫/১০/২০২২ ইং

এরপর কোস্ট ভলান্টিয়ার ও সোশ্যাল ওয়ার্কার সেই টিডিএইচ ভলান্টিয়ারের সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ করলে শিশুটির বাবা–মা'র আইডি কার্ড যাচাই করে পরেরদিন তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হয়। পরদিন ভলান্টিয়ারের কাছ থেকে শিশুটির পরিবারের তথ্য নিয়ে কোস্ট সোশ্যাল ওয়ার্কার ক্যাম্প ১৮ তে খোঁজ করে জানতে পারে, শিশুটি এম–৯ ব্লকের লাল মিয়ার সন্তান। বিষয়টি আরও নিশ্চিত করতে তারা ক্যাম্প–১৮'র শিশু সুরক্ষা ফোকাল মোহাম্মদ সাখাওয়াত এর সাথে কথা বলে এবং শিশুটিকে নিয়মমাফিক পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। শিশুটির পরবর্তী ঝুঁকির কথা চিন্তা করে তাকে বিটা'তে রেফার করা হয়। লাল মিয়া শিশুকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা এবং কোস্ট ফাউন্ডেশনের কাছে কৃতজ্ঞ।

আত্মনির্ভশীলতা অর্জনে মনোয়ারার পাশে কোস্ট

ইউনিসেফের সহযোগীতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত জালিয়াপালং ইউনিয়নের হিমালয় ক্লাবে পিসিসি কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য মনোয়ারা বেগম (২৫)। ২০২০ সালে তার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করার পর থেকে দুই ছেলে সন্তান নিয়ে কষ্টে দিন যাপন করছে। জালিয়াপালং মাল্টিপারপাস সেন্টারের কমিউনিটি মোবিলাইজার মো: সেলিম স্থানীয় এক পত্রিকার মাধ্যমে ইউনিসেফ অর্থায়নে ডিএসকে সংস্থাতে একটি ওয়াশ প্রজেক্টের ভলেন্টিয়ার পদে কয়েকজনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে জানতে পারে। এরপর কমিউনিটি মোবিলাইজার ডিএসকে অফিসে প্রজেক্ট ব্যাবস্থাপক তোফাজ্জল আহমদ এর সাথে যোগাযোগ করে মনেয়ারা বেগমের একটি জীবন বৃত্তান্ত জমা দিতে সহযোগীতা করেন।

মনোয়ারা বেগম ডিএসকে সংস্থার উপকারভোগীদের সাথে ভলেন্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ছবি: মো: সেলিম, কমিউনিটি মোবিলাইজার, জালিয়াপালং

পাশাপাশি কমিউনিটি মোবিলাইজার মো: সেলিম তার পারিবারিক শোচনীয় অবস্থাও তুলে ধরেন। অবশেষে ডিএসকে সংস্থা কর্তৃপক্ষ সকল প্রক্রিয়া শেষে মনোয়ারা বেগমকে ভলান্টিয়ার পদে চূড়ান্তভাবে চাকরিতে নিয়োগ দেন। মনোয়ারা বর্তমানে চাকরিটি পেয়ে নিয়মিত কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন করছেন এবং এখন সে পরিবারের দুই সন্তান কে পড়ালেখার খরচ বহনেও সক্ষম। মনোয়ারা আনন্দের সাথে জানান, কোস্ট সংস্থা কর্তৃক পিসিসি কমিটির সভাগুলোতে নিয়মিত উপস্থিত হয়ে জীবনের উন্নয়ন মূলক শিক্ষাগুলো জানার মাধ্যমে তিনি নতুন পথ চলার অনুপ্রেরণা খুজেঁ পেয়েছেন। তাই তিনি কোস্ট এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বর্তমানে মনোয়ারা তার চাকরির পাশাপাশি এলাকায় সামাজিক সচেতনতা ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করেন।

রফিক এখন তার কমিউনিটির সবার ভালো বন্ধু

রফিক আহমদ ১৬ বছর বয়সী একজন ট্রান্সজেন্ডার। মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসার পর সে বিভিন্ন সময় বিক্ষিপ্ত ও দুর্বিসহ জীবনযাপন করে। তার পারিবারিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। ক্যাম্প ১৪ এর ব্লক ডি তে রফিক তার পরিবারসহ বাস করে। এখানে সে অন্যান্য রোহিঙ্গা শিশুদের সাথে স্কুলে যেতে চায় এবং খেলাধুলা করতে চায়; কিন্তু ব্লকের অন্যান্য সদস্যরা তাকে স্বাভাবিক শিশুর মত গ্রহণ করতে পারেনি। ক্যাম্পে চলাফেরা করার সময় তাকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সমাজের মানুষ রফিককে ভালোভাবে গ্রহণ না করায়

ট্রান্সজেন্ডার রফিক আহমদ মনোসামাজিক ভিত্তিক সেশনে অংশগ্রহন করছে। ছবি: মো. লোকমান, এফসি, ক্যাম্প ১৪

মানসিকভাবে, এমনকি ও শারীরিকভাবেও আঘাত করত। এসব নির্যাতনের কারণে সে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। ধীরে ধীরে সে সমাজ থেকে নিজেকে আড়াল করে নিতে থাকে। অতঃপর কোস্ট ফাউন্ডেশনের শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের কর্মীদের ফিল্ড ভিজিটের মাধ্যমে উক্ত সমস্যা সামনে উঠে আসে। তাদের অনুপ্রেরণা এবং পরামর্শে রফিক ক্যাম্প ১৪ এর এমপিসি-৩ এ যোগদান করে। এমপিসিতে যোগদানের পর আবারও সে বিভিন্ন কিশোরদের মাধ্যমে লাঞ্ছিত হয়। উক্ত এমপিসি এর সাইকোসোশ্যাল কর্মী সকল শিশু-কিশোরদের সাথে পিএসএস সেশন নেয় এবং তাদেরকে পরিবার, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাস, পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগীতার মাধ্যমে সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার ব্যাপারে বোঝানোর চেষ্টা করেন।

ট্রান্সজেন্ডার রফিক আহমদ মনোসামাজিক ভিত্তিক সেশনে অংশগ্রনের পাশাপাশি সেলাই কাজ শেখার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ছবি: মো. লোকমান, এফসি, ক্যাম্প ১৪

অন্য কিশোররা যখন তাদের ভুল বুঝতে পারে তখন তারা রফিকের কাছে অনুতপ্ত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করে এবং তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রফিক আহমেদ এমপিসির কার্যক্রম আনন্দের সাথে গ্রহণ করে। সে নিজের ভেতরের সুপ্ত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক পিএসএস সেশনে অংশগ্রহণ করে এবং উক্ত এমপিসি থেকে সেলাই কাজ শিখছে। সম্প্রতি, সে স্কুলে ভর্তি হয়েছে এবং তার ব্লকের অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলাধুলা করে। এছাড়াও, রফিক সমাজের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে। রফিকের মতে, কোস্ট ফাউন্ডেশন হলো একটি নিরাপদ স্থান যেখানে শিশুরা সম্মান ও মর্যাদার সাথে অংশগ্রহণ করতে পারে।

এক নজরে প্রকল্পের নভেম্বর-২০২২ মাসের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহ:

কাজ সমূহ	লক্ষ্য	অর্জন
কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা	৫০	৪৩
লিটারেসী এন্ড নিউমেরেসী রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ	১	১
নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩	৩
PSEAH বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২	২
কারিগরি বিষয়ক শিক্ষা অধিবেশন সেশন	৫	৫
মনোসামাজিক সহয়তা সেশন	৯	৯
জীবন দক্ষতা উন্নয়ন মূলক সেশন	৮	৮
লিটারেসী এন্ড নিউমেরেসী সেশন	৬	৬
MeWeUs সেশন	৬	৬
কমিউনিটি ভিত্তিক সংলাপ (ক্যাম্প এবং হোস্ট)	৬	৬
দিবস উদযাপন	১	১

এই প্রকাশনাটি তৈরীতে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকর্মীগণ তথ্য এবং ছবি দিয়ে সহযোগীতা করেছেন।
শিশুসুরক্ষা প্রকল্প, কোস্ট উখিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার উখিয়া, কক্সবাজার।
যোগাযোগে- ০১৭০৮১২০৩৩১, razaul@coastbd.net
www.coastbd.net

বি: দ্র: এখানে ব্যাবহৃত সকল ছবি অংশগ্রহনকারীর অনুমতি নিয়ে তোলা হয়েছে এবং কোন ছবি সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ ব্যতিত কোন ব্যবসায়িক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহারিত হবে না।